# যুবসমাজ কোন দিকে

--স্বপন ধর

``Get up o lions and shake off the selusion that you are sheep"
-স্বামী বিবেকানন্দ

পরাধীনতার অন্ধকারে নিমগ্ন জাতির হৃদয়কে কে অগ্নিমন্ত্রে উজ্জীবিত করে তুলেছিল ? কে এই জড়তাগ্রস্ত, সুপ্ত, জাতিকে মৃত্যুঞ্জয়ী বাণী শুনিয়েছিল ?- যুবসমাজ।

সবুজ সতেজ যৌবন বয়স প্রানোচ্ছল শক্তি ও সম্ভাবনার প্রতীক। এই দুরন্ত, চিরচঞ্চল যুবক সমাজ সমাজের সকল আশা ভরসার অমূল্য সম্পদ সমাজের চোখের মনি, চিরোজ্জ্বল অমর প্রদীপ। সমাজের কোন পাপ পঙ্কিলতা তাদের স্পর্শ করতে পারে না। প্রানে সরলতা, দুরন্তপণা, চির-চাপল্য, মুখ-কান্তি সদাহাস্যমন্ডিল পরিশুদ্ধ সোনা। চিন্তায় ভাবনায়, সৃষ্টিতে সর্বযুগের অগ্রবর্তী তার, দেশের সকল কালের অকম্পিত তেজস্বিতা ও জাগ্রত প্রাণের বিপুল উৎসাহের আবেগময় নির্ভীক অভিব্যক্তি।

শতাব্দীর যাত্রাপথে আমরা দেখেছি, মূঢতায় বর্বতায় আমাদের ইতিহাসের মুখে পড়েছে দুরপনেয় কালি। দেখেছি, বিট্রিশ সম্রাজের চপলতা, বর্বরতা, কুটিলতা, জটিলতা, একচ্ছত্র প্রভুত্ব বিস্তারের জন্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তির একের পর এক ধ্বংসলীলা, সমাজের স্বার্থন্বেষী মানুষদের চক্রান্ত ও হৃদয়হীন পৈশাচিকতা। সমাজে ঘনিয়ে এসেছিল অমাবস্যার কালো ঘন ছায়া, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, কিন্তু বরাবরই হত্যামঞ্জের কড়াল থাবা থেকে সমাজকে উদ্ধার করে এসেছে এই যুবসমাজ প্রাণ প্রাচুর্যে ভরা এই তরুন গরুড়ের দল জাতির অসীম শক্তি ও সম্ভাবনার নির্ভীক প্রতীক।

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন "হে বীরহৃদয় যুবকগন, তোমরা বিশ্বাস কর যে; তোমরা বড় বড় কাজ করবার জন্য জন্মেছ। খাড়া হয়ে ওঠো, ওঠো কাজ কর।" প্রাকৃতিক খামখেয়ালিপনায় মানব জীবনে নানা বিপর্যয়কর দৈব দুর্বিপাকের অভাব নেই। সেই দুর্বিপাককে পদতলে দমিত করে অমিত শক্তিধর এই যুবসমাজ ইলেকট্র-ম্যাগনেটের মতো শক্তিশালী। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে শুরু করে খেলাধুলার বিভিন্ন পর্যায়ে বিশ্বসমাজে গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন এই যুবসমাজ। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে নবলব্ধ জ্ঞানের সম্পদে সমৃদ্ধ হয়ে তারা রেখে চলেছে বিস্ময়কর সাফল্যের স্মরণীয় স্বাক্ষর। জ্ঞানের অপরাজেয় শক্তিতে শক্তিমান হয়ে তরুন সমাজ নিষ্প্রান অচলায়তনের পাষানপ্রাচীর ধূলিসাৎ করে সমাজের শুভময় প্রাণময় প্রগতির পথ রচনা করে পরিচালিত করে সমৃদ্ধির প্রাণোচ্ছল দিগন্তে।

একবিংশ শতাব্দী ভারত আজ ক্রমান্বয়ে উন্নতির শিখরে গতীয়মান। ভারত আজ নিজস্ব পারমানবিক অস্ত্র বানাতে সক্ষম। কিন্তু তবুও ভারত আজ পশ্চাৎপদ। এখনও উন্নয়নশীল রাষ্ট্র। উন্নয়নশীল যে কবে কবে উন্নতির শিখরে পৌছাবে তা কেউ বলতে পারবে না। স্বভাবতই এর পিছনে প্রশ্ন থেকেই যায় কেন ? কায়েমি স্বাহাচক্রের সাম্প্রদায়িক প্ররোচনায় ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র দর্শ বারে বারে অগ্নি পরীক্ষার সম্মুখীন হচ্ছে। বৈদেশিক শাসন তথা বিট্রিশ শাসনের হাত থেকে ভারত মা-কে রক্ষার্থে রক্তাক্ত বিপ্লব এনেছিলেন বীর যুবকরা, স্বাধীন করেছিলেন ভারতবর্ষ কিন্তু স্বাধীনতার ৬৫ বছর পর আজ সেই সাম্প্রদায়িক, প্রাদেশিক ও রাজনৈতিক ভেদবুদ্ধিও কদর্ম পঙ্কিলতা অত্যন্ত প্রকটরবূপ আত্মপ্রকাশ করেছে। কিন্তু ভূমিকায় আজ বৈদেশিক বা ইংরেজ কর্মকর্তাগন নন, আছেন স্বার্থান্বেষী, অসৎকামী শাসকবর্গ। তাদের অপরীসীম লোভ লালসা, ক্ষমতা বর্তমান যুবসমাজকে ভ্রান্তপথে পরিচালিত করছে। যুবসমাজ নির্ভীক, সত্যবাদী, স্পষ্টবাদী। কিন্তু আজ এই জাতির মুক্তিদূত নানান প্রলোভন পৌরচনার শিকার। যে যুবসমাজ দেশে-দশে, দিশে-দিশে আহৃত জ্ঞানের সম্পদ ছড়িয়ে দিতে, সেই যুবসমাজ আজ ধ্বংসলীলায় মেতে উঠেছে।



Uttaran45

## মর্যাদা

--স্বপন ধর

আমরা দুর্বল, আমরা গরীব
আমরা হইয়াছি শোষিত, হইয়াছি লাঞ্ছিত
আমরা পদদলিত, আমরা অবহেলিত
আমরা ঝরাইয়াছি রক্ত ঘামের মতো
জুগাইয়াছি চাহিদা তোমাদের মতো
শোধিতে সেই ধন হাত বাড়াইয়াছ
সেই হাতে আজ শ্বেতবস্ত্র ধরিয়াছ
কিন্তু আর কতদিন ?
একদিন এই মর্মজ্বালার লেলিহান শিখায়
তোমাদের ও দিতে হইবে অগ্নিহুতি।